জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা; ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 17th Feb. 1954 | ৩৮শ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬০ সাল

টাকা নাই!

—•—

পশ্চিম বাঙলার মিতব্যয়ী মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কি মুস্কিলেই পড়িয়াছেন! যদি টাকা না থাকে তবে যে যা চাইবে, তাই দেওয়া কত অসম্ভব! তিনি যে রাজ্যের কর্ণধার তার টাকা সব খই মুড়ির মত উড়িয়ে দেওয়া তো চলে না। সেইজন্য সব সময়ে তহবিল বুঝে কাজ করতে হয়। যে টাকা খরচ করতে হয়, তার রীতিমত জমা খরচ দিতে হয়। বাঙলার একাউন্ট্যান্ট জেনেরাল সব হিসাব কড়া ক্রান্তি ধ'রে বুঝে নেন। তাঁর কাছে হিসাব ঠিক না দিতে পারলে নিন্দার এক শেষ! দেশের লোকের আবদার এ দাও, ও দাও, তা দাও। কত দিক তিনি সামাল দিবেন।

তিনি গদীতে বসার পর দেশের লোক চেয়ে বসলো—বিলাতে

"উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর।
অপরূপ আর কি বা আছে এর পর।"

বিলাতের মত বাঙলায় একটা এমনি তাজ্জব ব্যাপার মাটির তলায় রেলগাড়ী দেখাতে হবে। তিনি তাতেই রাজী হলেন। এক কাঁড়ি টাকা তার জন্য ব্যয় করলেন। শেষে দেখলেন টাকায় কুলাবে না। ক্ষান্ত হলেন। তবে মনে মনে এখনও নাকি ইচ্ছা আছে আসমানে রেল চালিয়ে দেশের লোককে তাজ্জব ব্যাপার দেখাবেন।

দেশের লোকে আবদার ধরলো—আমাদের খুব বড় মেলা দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে। তখনি নিজে একা নন, কত বড় বড় লোককে নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়ে ইডেন গার্ডেনে কি প্রদর্শনীই দেখাবার বন্দোবস্তই করালেন। মেলায় কেহ হারাইয়া গেলে "মাইক" দ্বারা ঘোষণা হইত অমুককে হারিয়েছেন, আসুন, তিনি "প্যাগোডায়" আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। কি সুবন্দোবস্ত! ভগবানের রাজ্যেও এমন হারানো লোক পাবার কোন সদুপায় নাই। সেই বিশাল প্রদর্শনীর হিসাব আজও ঠিক হয় নাই। বোধ হয় কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া 'প্যাগোডায়' গেলে হিসাব মিলে যাবে।

লোকের যাতায়াতের জন্য ষ্টেটবাস ক'রে পরের উপকারার্থে কি টাকাই খরচ হলো। বছর বছর এই ষ্টেট-বাসে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লোকসান হচ্ছে কি করবেন ট্রামে আর প্রাইভেট বাসে খুব লাভ করে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যান বাহনের সুব্যবস্থার জন্য লোকসান করিয়াও সাধারণের অসুবিধা দূর করিতেছেন।

দেশের লোকে খাঁটী দুধ খেতে পায় না। কত বড় অসুবিধা! বিশেষতঃ কঙ্কর মিশ্রিত চাউলের অন্ন দুধে ফেলিয়া খাইলে, কঙ্কর সব নীচে পরে। উপর উপর ভাত খেয়ে দুধটা শেষে চুমুক দিয়ে খেয়ে দেখবেন কাঁকড় সব তলায় পড়ে থাকবে। এই দুগ্ধের অভাব ঘুচাবার জন্য হরিণঘাটায় কি বিরাট দুধের বন্দোবস্ত করিয়া বৎসর বৎসর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চালাইতেছেন।

দেশের লোকে সস্তায় মাছ পায় না। গভীর সমুদ্রের মধ্য হইতে মাছ ধরার জন্য ইউরোপ হইতে শিক্ষিত ধীবর এনে মাছের অভাব ঘুচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাতে নাকি তিনি টাকার শ্রাদ্ধ করেছেন। মাছ ধরা বোটও বহু টাকা দিয়া খরিদ করা হইয়াছিল। মৎস্য-তরণীর সাগরিকা ও বরুণা নাম করণেও কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের লোকের দুর্ভাগ্যের জন্য যদি মৎস্য সমাধান না হয়, তিনি কি করিবেন! লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যখন গদী পান, তখন অন্যান্য সহকারী মন্ত্রীগণ আগেকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ঘোষের আমলের যাঁরা তাঁরাই ছিলেন। তাঁদের নিয়েই তিনি রাজকার্য্য চালাইয়া সুব্যবস্থা করিয়া লইলেন। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে নেমকহারাম দেশ প্রত্যেক মন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাইল। শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্রের বহুবাজার অঞ্চলে প্রতিদ্বান্দ্বতা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া বিফল মনোরথ হইলেও অন্যান্য মন্ত্রীগণের মধ্যে সাতজন জাঁদরেল মন্ত্রীর দশা কাহিল হইয়া পড়িল। তাঁহারা প্রতিপক্ষের বিপুল ভোটাধিক্যে কাৎ হইলেন। কেহ কেহ এম, এল, এ, না হইলেও এম, এল, সি, হইয়া মন্ত্রী হইলেন। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবার তাঁহার সহকর্ম্মী মন্ত্রী বহাল করিলেন ১৩ তের জন। তাতেও সব কাজ ঠিক হয় কি না হয় বলিয়া এক ঝাঁক উপমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। অবশ্য শাসন কার্য্য চালাইতে এঁদের জন্য ব্যয় করা অপরিহার্য্য মনে করিতেই হইবে, যদিও ইংরাজ আমলে অবিভক্ত বাঙলায়ও এমন যাত্রার দলের মত মন্ত্রী-উপমন্ত্রী দরকার হয় নাই। এঁদের পরও আবার ষ্টেট মন্ত্রী বাহাল করিতে হইয়াছে। এসব খরচ তো পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষ হইতে করিতে হইয়াছে। টাকা মজুত রাখা কঠিন।

এমন সময়ে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী-গণ তাঁদের মানুষের ন্যায় বাঁচিয়া থাকিবার মত বেতন ও মাগ্‌গী ভাতার জন্য আবদার করিয়া বসিলেন। প্রথমে বেদনা জানাইয়া আবেদন নিবেদন করিলেন, তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের মত মাসিক প্রাপ্তির দরবার করিলেন।

"কি যাতনা বিষে,
বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

যাঁহার হা-অন্নের ভীতি নাই, পত্নীর বিবস্ত্রা হইবার আশঙ্কা নাই, ক্ষুধিত সন্তানের কাতর ক্রন্দন দেখিবার বালাই ভগবান যাঁহাকে দেন নাই, তাঁহার পরমেশ্বরের দেওয়া লৌহ-হৃদয় কোমল করিবার উপাদান কি নিঃস্ব শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর অশ্রু-বিন্দুতে পাওয়া যায়! যখন তিনি স্বাধীন ছিলেন, বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারী হন নাই, যখন রোগগ্রস্ত কাতর মানবের চিকিৎসা করিয়া উপার্জ্জন করিতেন, তখন তাঁহার ফি (অর্থাৎ একবার রোগীর বাড়ীতে যাইবার পারিশ্রমিক) প্রথমে আট টাকা তারপর দ্বিগুণ হারে বর্দ্ধিত হইয়া, আট টাকা হইতে ষোল টাকা, ষোল টাকা হইতে বত্রিশ টাকা, বত্রিশ টাকা হইতে চৌষট্টি টাকা, চৌষট্টি টাকা হইতে একশত আটাশ টাকায় উন্নীত হইয়া বিপন্নের বিপদে করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছে। এখন তিনি রাজশক্তিতে উচ্চতম পদ প্রাপ্ত হইয়া কবি

তুলসীদাসের রচনার অবমাননা করিতে পারেন নাই। তুলসীদাস বলিয়াছেন—

বড়া বড়া কহতেঁহে
বড়া সে তাল খাজুর।
বৈঠ্‌নেকা ছায়া নাহি
ফল পাওনেকা দূর।

অর্থ—বড় বড় যদি বল, তাল ও খেজুর গাছ তো খুব বড়। তাতে বসিবার ছায়াও নাই, ফল পাওয়া তো দূরের কথা।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মহাশয়ের নাম শ্রীসত্যপ্রিয় রায়। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম সত্যপ্রিয় হইলেও সব সময় সব কাজে প্রিয় হয় না। ১০ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষকগণের কর্ম্মবিরতির পর তাঁহারা সরকারী দপ্তরখানা অভিমুখে অভিযান করায় লাটভবনের সম্মুখে পুলিশ কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ কঠোর অবস্থান সত্যাগ্রহ সুরু করিয়াছেন। তাঁহারা সরকারী মহলের সাড়া না পাইলেও সারা কলিকাতা নগরীর অধিবাসী সাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি পাইতেছেন। যাহাতে তাঁহাদের কষ্ট না হয় তজ্জন্য ছাত্রগণ, তাহাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং নানা প্রতিষ্ঠান হইতে খাদ্যাদি সরবরাহ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। অন্নের কাঙাল, পথে-বসা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ তাঁহাদের উপস্থিত ক্লেশ নিবৃত্তির জন্য সমস্ত সাহায্যই পাইতেছেন। তাঁহারা এই অবস্থায় কবি মালিকদাস কথিত আশ্বাসবাণী উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন—

অজগর করে না নোকরী
পঞ্ছী করে না কাম।
দাস মালিকা কহ্‌ গয়ে
সব কো দাতা রাম।

স্বল্প সঞ্চয়

গত ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোট ৪১,১৩,১৩৮ টাকার ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয় হয়।

শিক্ষক সত্যাগ্রহীদের গ্রহবৈগুণ্য

মঙ্গলবারের সংবাদে জানা যায় যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী রাজভবনের সম্মুখে রাস্তায় অবস্থান সত্যাগ্রহ করিতেছিলেন, বাংলামতে সোমবার ইংরাজীমতে মঙ্গলবার রাত্রি ২-২০ মিনিটের সময় ৩০০ পুলিশ ও মেয়ে পুলিশ ঘুমন্ত সত্যাগ্রহীদের জাগাইয়া প্রায় ২৫০ শত জনকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে লইয়া গিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায় ও শ্রীমতী অনিলা দেবী আছেন।

বুধবার সকালবেলায় রেডিও সংবাদে প্রকাশ—মঙ্গলবার ৬০০০০ শোভাযাত্রীর উপর গুলি ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগের ফলে ৬০ জন আহত ও ৩ জন হত হইয়াছে। পুলিশের উপর ইট-পাটকেল ছোঁড়ার ফলে তাহাদের মধ্যেও আহত হইয়াছে। অশ্বারোহী পুলিশের ঘোড়াও গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। অনেকগুলি ট্রাম বাস পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। মিলিটারী আহ্বানের পর অবস্থা শান্তিপূর্ণ বলা যায়। উপদ্রুত অঞ্চলে যথাবিধি প্রহরীর বন্দোবস্ত হইয়াছে।

বহরমপুরে নিখিলবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সম্মিলনী

গত ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী বহরমপুর মোহন টকি হাউসে—উক্ত সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান প্রধান অতিথি ও কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আগামী বর্ষের জন্য শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীকানাইলাল গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিখিলবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আগামী বর্ষে বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর প্রতিনিধি বার্ষিক অধিবেশনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অধিবেশন শেষে যখন ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা চলিতেছিল, তখন একজন প্রতিনিধি উঠিয়া বলিলেন—আর যেন কখন বহরমপুরে সম্মিলনীর অধিবেশনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা না হয়। ইঁহারা যে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, তাহা রাজসিক অভ্যর্থনা বলিলে বেশী বলা হয় না। এইভাবে অন্য মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা অসম্ভব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষক আন্দোলনের
অমোঘ ঔষধ

১৪ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী যাবার প্রাক্কালে ডাঃ বি. সি. রায় ব্যবস্থা করিয়াছেন—মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা, শিক্ষকদের অবস্থা, শিক্ষার মান ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ ও ৩ মাসের মধ্যে সুপারিশ পেশ করার জন্য একজন হাইকোর্টের বিচারপতিকে চেয়ারম্যানসহ দুইজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ সদস্য লইয়া একটি তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত।

বহু গুরুতর সমস্যার সমাধানের ঔষধই তদন্ত কমিশন। যেমন কুচবিহার তদন্ত, বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত, ট্রামের ভাড়া তদন্ত। তৎ আর অন্ত এই দুই শব্দে তদন্ত অর্থাৎ তার অন্ত অর্থাৎ শেষ করে দেওয়া। ঐ সব তদন্তের ফল আজও বাহির হইল না [illegible]বারও সেই তদন্তের ব্যবস্থা।

শ্রীমতী রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন পালায় বৈদ্যবেশী শ্রীকৃষ্ণকে হাতুড়ে বৈদ্যের সব ব্যাধিতেই এক ঔষধের ব্যবস্থার কথা বলিয়া বৃন্দা উপহাস করিয়াছিলেন—

হাতুড়ে বৈদ্যের জানি রীত
তারা এক ঔষধে দীক্ষিত,
হলাহল গোদন্তী আর পারা।
ধর্ম্ম ভয় নাই চিত্তে,
ব্যাধের মত জীব হত্যে,
করতে সদা ফেরেন পাড়াপাড়া।
খুন ক'রে পড়েন না ধরা,
সেই সাহসে ব্যবসা করা,
কি পদ দিয়েছেন জগৎপতি।
কিবা অনুমানের লেখা,
কিবা সূক্ষ্ম ধাতু দেখা,
যে নাড়ীতে বায়ু বৃদ্ধি অতি।
হাতুড়ে বলে ধ'রে হাত,
এ তো ঘোর সান্নপাত,
দধির মাত শীঘ্র আন্‌তে হয়।

[অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ১ম কলমে

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই মার্চ্চ ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৪৪৫ খাং ডিঃ অর্দ্ধেন্দুশেখর নাথ দিং দেং ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং দাবি ৪১।৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাঘা ১-৬৬ শতকের কাত ৫৲৩ আঃ ১০৲ খং ১৯৮

৪৭৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৬২॥৶৬ মৌজাদি ঐ ২-৬০ শতকের কাত ১২/১৫ আঃ ২৫৲ খং ১৯৯

৫৮১ খাং ডিঃ নশিপুর রাজওয়ার্ডস দেং ত্রিভঙ্গিনী দেব্যা দাবি ১৭॥৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেণ্ডা জামুয়ার ৪৪ শতকের সেস্ ৶৬ পাই আঃ ১০৲ খং ২১০

৫৮২ খাং ডিঃ ঐ দেং পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় দাবি ২৫৸৯ মৌজাদি ঐ ৯৬ শতকের সেস্ ।৶৬ পাই আঃ ২০৲ খং ২২৩

১৯০ খাং ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠি দেং দেলবর হোসেন মণ্ডল দিং দাবি ১০২৲৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশিপুর ৬-২৯ শতকের কাত ১৭৲৫ খং ৭৬

৬৩৬ খাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং উমেশা বিবি দিং দাবি ৩৬।৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দয়ারামপুর ৪৩ শতকের কাত ২৸১৫ আঃ ১৫৲ খং ১৩১

৪৫৭ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দিং দাবি ৪৯৲৯ থানা রঘুনাথ-গঞ্জ মৌজে জোতকমল ৩-৯১ শতকের কাত ৯॥৶৬ আঃ ৪০৲ খং ৩০৪

৪৬২ খাং ডিঃ ঐ দেং হাবিবুল্লা সেখ দিং দাবি ৩১।৶৩ থানা ঐ মৌজে আকবরপুর ২৬ শতকের কাত ২।২ পাই আঃ ২৫৲ খং ৬৯

৪৮৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩০৸০ মৌজাদি ঐ ৩৩ শতকের কাত ২।১ আঃ ১৫৲ খং ৬৮

৪৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং প্রবীরচন্দ্র পাল দিং দাবি ১২৩।৶৯ থানা স্থিতি মৌজে নয়াবাহাদুরপুর ৬-৭৪ শতকের কাত ৩৩॥৶৬ আঃ ১১০৲ খং ২৪৮, ২৪৯, ২৫০

৪৭০ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল গোফুর বিশ্বাস দিং দাবি ৩৩॥৶০ মৌজাদি ঐ ১-৪৩ শতকের কাত ৭।৯ আঃ ৩০৲ খং ২০৮

২৪৫ খাং ডিঃ মহেশপুর রাজ এষ্টেট দেং রাহিজান বিবি দিং দাবি ৩৩।৬ থানা স্থিতি মৌজে হোসেনপুর ১১ শতকের কাত ১৶৬ অর্দ্ধাংশ আঃ ৯৲ খং ১০৬

৩২৯ খাং ডিঃ ঐ দেং খেতাবুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ৯৭॥/০ থানা স্থিতী মৌজে হাজিপুর ও বামুহা ৯-৯৭ শতকের কাত ১৬।৶১১ আঃ ৪৫৲ খং ৫৩, ৮০

৩৩২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯৮।৯ মৌজাদি ঐ ১০-৯৯ শতকের কাত নিজাংশে ৮॥/৩ আঃ ৪৮৲ খং ৫০, ৮২

২৮৭ খাং ডিঃ কুমার সীতারাম সিংহ দেং অমরেন্দ্র নাথ দাস দিং দাবি ১৬৬৶০ থানা স্থিতী মৌজে শিধোরী ১১-১৪ শতকের কাত ২৮৶১০ আঃ ৫০৲ খং ৪৮২ অধীনস্থ খং ৪৮৩ হইতে ৪৯০

৬৪২ খাং ডিঃ ভৌরীলাল বয়েদ দিং দেং উমেশ চন্দ্র ঘোষ দিং দাবি ১৪॥৶০ থানা স্থিতী মৌজে আলমপুর ৭ শতকের কাত ॥/০ আঃ ৫৲ খং ১৩

৬৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেং নাকফোড় বারিক দিং দাবি ৩০৶৬ মৌজাদি ঐ ৭৩ শতকের কাত ২৮৶৯ আঃ ১৫৲ খং ৫০

৬৪৫ খাং ডিঃ ঐ দেং সুরেন্দ্রনারায়ণ দাস দিং দাবি ১৯।৯ মৌজাদি ঐ ।২॥ কাঠার কাত ১॥১ আঃ ৮৲ খং ২৭

৬৪৩ খাং ডিঃ ঐ দেং আশুতোষ দাস দিং দাবি ১৮৸০ থানা স্থিতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন ৶৪॥০ কাঠার কাত ৸৶৯ আঃ ৮৲ খং ১১৫

৫০৮ খাং ডিঃ জনাব মহতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং মুনিশচন্দ্র চৌধুরী দিং দাবি ৩৩।৶৩ থানা স্থিতী মৌজে মহেশাইল ২-৩০ শতকের কাত ৪॥৶১ নিজাংশে ১।/২ আঃ ১০৲

৫০৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৯।৩ মৌজাদি ঐ ১৫ শতকের কাত ২৲ নিজাংশে ॥১০ আঃ ৫৲

৫১০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৭৶৩ মৌজাদি ঐ ১০ শতকের কাত ১৶৫ নিজাংশে ।/২ আঃ ৫৲

৫১১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫৶৬ মৌজাদি ঐ ৩৫ শতকের কাত ৸০ নিজাংশে ৶৭ আঃ ২৲

৫১২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৩।৶৬ মৌজাদি ঐ ৬৫ শতকের কাত ৪৸০ নিজাংশে ১।/০ আঃ ১০৲

৫১৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫।৶৩ মৌজাদি ঐ ৪ শতকের কাত ১॥৶৫ নিজাংশে ॥৩ আঃ ২৲

৫১৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৮/২ মৌজাদি ঐ ৭ শতকের কাত ৸/০ নিজাংশে ৶৮ আঃ ২৲

৪৩২ খাং ডিঃ বিবি আমাতুস সুফিয়া দিং দেং মোকসদ আলি মণ্ডল দাবি ৮৪৸৯ থানা স্থিতী মৌজে ফতেপুর ৫/০ বিঘার কাত ২।৶১৪ আঃ ১০৲ নদী গর্ভে থাকায় সেটেলমেণ্ট হয় নাই

৪৩১ খাং ডিঃ ঐ দেং খুকীমণি দাসী দাবি ৪৪৸৶৩ থানা ঐ মৌজে রঘুনপুর ৪৪ শতকের কাত ॥/।০ আঃ ৫৲ খং ২২৩

৩৭১ খাং ডিঃ চমৎকারচন্দ্র দাস দিং দেং সেকেন্দার মণ্ডল দিং দাবি ৬৬।৶৯ থানা স্থিতী মৌজে ৩-৭৩ শতকের কাত ১০৲ আঃ ২৫৲ খং ১৯০

৩৭২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৭৲৯ থানা ঐ মৌজে হাজীপুর দিয়ার ২-৬৭ শতকের কাত ৭/৭ আঃ ৩০৲ খং ১৯১, ২৬১

৩৭৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮২॥৶৩ মৌজাদি ঐ ৩-৪৫ শতকের কাত ৯৸৬ আঃ ২৫৲ খং ১৯৭

৩৭৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৫৶৯ থানা ঐ মৌজে বামুহা ৭০ শতকের কাত ২।০ আঃ ১৫৲ খং ২৬০

২৯৭ খাং ডিঃ ট্রাষ্টি রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং হাসেন মোল্লা দিং দাবি ১৬৸৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তক্ষক ৭৬ শতকের কাত নিজাংশে ।১১ আঃ ১০৲ খং ১১৯ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৩৩৬ খাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং অমরেন্দ্রনাথ দাস দাবি ৩০৸৶৬ থানা স্থিতী মৌজে গোপালনগর ১॥০॥০ বিঘার কাত ১।৶১১ পাই আঃ ১০৲ খং ৭৯

৫১৯ খাং ডিঃ যতীন্দ্রনাথ রায় দিং দেং সাইমুদ্দিন সেখ দিং দাবি ১৪৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে লক্ষ্মী-জোলা ৬৭ শতকের কাত ১/৬ পাই আঃ ৫৲ খং ১১৯

৫২০ খাং ডিঃ ঐ দেং সাজুরুদ্দিন সেখ দাবি ৮।৩ মৌজাদি ঐ ৮৪ শতকের কাত ৪৲ আঃ ৫৲ খং ১১৬

৮৬ মনি ডিঃ অমরেন্দ্রনাথ দাস দিং দেং রাজেন্দ্র নাথ তেওয়ারী দাবি ১২৮৶৯ থানা সুতী মৌজে হারোয়া /২॥০ অংশ জমিদারী স্বত্ব আঃ ২৫৲ খং ১নং (ও) ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৪৮২নং খতিয়ানের যাহার জমা ৫৩॥১০ পাই মধ্যে দেনদারের /২॥০ অংশ জমিদারী স্বত্ব আঃ ৫০৲ খং ৪৮৪, ৪৮৫ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৫১২ নং খতিয়ানের জমিদারী বাজেয়াপ্ত চাকরান যাহার রাজস্ব ভারত সম্রাটের পক্ষে হিলোড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে ৮৶০ জমা আদায় দিতে হয় জমি ৯৩২১ ডেঃ তন্মধ্যে দেনদারের /২॥০ অংশে অধীনস্থ খং ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭ আঃ ২৫৲

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৮ খাং ডিঃ নওসার আলি সেখ দিং দেং হায়দার সেখ দিং দাবি ৪৫৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রাণীনগর ৪০ শতকের কাত ৪॥০ আঃ ২২৲ খং ২৮১

১০ খাং ডিঃ আবদুল হক বিশ্বাস দেং কালীপদ সিংহ দিং দাবি ৪৩৷০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর-রপুর ৭৮ শতকের কাত ৫৷৵০ আঃ ১০৲ খং ৭১

১৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৬৶৯ মৌজাদি ঐ ৪-০৫ শতকের কাত ৭৷০ আঃ ২০৲ ২

১২ খাং ডিঃ ঐ দেং রাখহরি রায় দাবি ২৩৸৬ থানা ঐ মৌজে চরদফরপুর ২-৮২ শতকের কা ৪৸/০ আঃ ১৫৲ খং ৮৬

১১ খাং ডিঃ ঐ দেং রাখহরি রায় দিং দাবি ৮৭॥৶৬ মৌজাদি ঐ ৩৩-৫৮ শতকের কাত ২৫৲ আঃ ৫০৲ খং ৮৮

১৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫৮৸৬ মৌজাদি ঐ ৪-১৮ শতকের কাত ১৫॥৵০ খং ৮৭

১৫ খাং ডিঃ হাজি আবদুল মজিদ বিশ্বাস দিং দেং কানাইলাল রায় দাবি ১১৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ১৬॥০ শতকের কাত ৷/০ আঃ ৫৲ খং ৫৮

২৯ খাং ডিঃ তোজেম্মল হোসেন মিঞা দিং দেং জগবন্ধু পাল দিং দাবি ১১৸৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ৬৫ শতকের কাত ৷৶০ আঃ ৫৲ খং ১২

৩১ খাং ডিঃ কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর দেং হরিমুনী দেবী দাবি ৩৽॥৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দেয়ার রাণীনগর ২-২০ শতকের কাত ৪॥/৬॥০ আঃ ১০৲ খং ১৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৩২ খাং ডিঃ রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং পার্ব্বতী দাসী দিং দাবি ৩০॥৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কিশমত গিরিয়া ৩৩ শতকের কাত ৩৷৶১০ আঃ ১০৲ খং ৭৭ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ১৫ই মার্চ্চ ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

২৩৫ খাং ডিঃ রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং মহান্ত গণপতি দাস গোস্বামী দাবি ২৩৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুরকুণ্ডা ২-২১ শতকের কাত ১৪৸০ আঃ ১০৲ খং ১১৮

২৪২ খাং ডিঃ মহারাজ বাহাদুর সিংহ দেং গুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ৫৪৸/৯ থানা সাগরদিঘী মৌজে বন্দেশ্বর ৩-৮০ শতকের কাত ১০৸৵০ আঃ ৫০৲ খং ১৯০৷১

২৪৩ খাং ডিঃ ঐ দেং এবারক হোসেন দিং দাবি ৩৭৵৬ থানা ঐ মৌজে জিনদিঘী ২-২৭ শতকের কাত ৮৸১২॥০ আঃ ২৫৲ খং ১৩৩

৩০০ খাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেং সাজিরুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ২২৷৵৩ থানা সাগরদিঘী মৌজে খাড়ুগ্রাম ১-৩৩ শতকের কাত ৮॥৵০ আঃ ১০৲ খং ১৩০

৩০৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৫৷৶৩ মৌজাদি ঐ ২-৬৫ শতকের কাত ১৭৸৵৩ আঃ ৩০৲ খং ১২৮

৩৩৫ খাং ডিঃ তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দেং সুরেশচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ২৫৸৩ থানা সাগরদিঘী মৌজে সাওরাইল ১-৫৯ শতকের কাত ৪৷০ আঃ ১০৲ খং ৫৩৯

৩৫৩ খাং ডিঃ রাজা প্রতিভানাথ রায় দেং আসি[illegible]দ্দিন সেখ দিং দাবি ৩৮৶৩ থানা সাগরদিঘী মৌজে গোবর্দ্ধনডাঙ্গা ৪০ শতকের কাত ১॥/২ আঃ ৫৲ খং ৮৮

৩৩২ খাং ডিঃ ট্রাষ্টি সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ দাবি ৫০৷৶০ থানা সাগরদিঘী মৌজে পোপাড়া ৯১১ ডেঃ জমির কাত ২২॥৶৯ আঃ ১০৲ খং ৫২

৩৩৭ খাং ডিঃ কামেশ্বরনাথ লালা দেং এবারক হোসেন দিং দাবি ২৩৫৵৬ থানা সাগরদিঘী মৌজে থৈরটি ১-৮২ শতকের কাত ৫৸৩॥০ মণ চাউল আঃ ৫০৲ খং ৬৭৮

৩৩৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫০৲ মৌজাদি ঐ ৪-০৩ শতকের কাত ১৩৵৩ আঃ ২৫৲ খং ৪৪

৩৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেং তিনকড়ি সেখ দাবি ৯৶০ মৌজাদি ঐ ৪০ শতকের কাত ১৷০ আঃ ৫৲ খং ৩

৩৪৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭॥৵৬ মৌজাদি ঐ ২০ শতকের কাত ॥৵০ আঃ ২৲ খং ৩

৩৪৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১২৸/৬ মৌজাদি ঐ জমা ১৷০ আঃ ৫৲ খং ৩

৩৩৬ খাং ডিঃ ঐ দেং দুলু কুনাই দিং দাবি ১৭॥৶৩ মৌজাদি ঐ ৮০ শতকের কাত ৪৲১১ আঃ ৫৲ খং ১৭০

৩৬৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৯॥০ মৌজাদি ঐ ৮২ শতকের কাত ৪৵১২ আঃ ৫৲ খং ১৬৮

৩৬৯ খাং ডিঃ ঐ দেং এস্তাজ সেখ দাবি ১৪৷০ মৌজাদি ঐ ৩৮॥ শতকের কাত ১৸/৮ গণ্ডা আঃ ৫৲ খং ২৩২

৩৪০ খাং ডিঃ ঐ দেং অচলাবালা দেবী দাবি ৩৯/০ থানা সাগরদিঘী মৌজে তাঁতিবিরল ৩-৭৪ শতকের কাত ৯৷৵৪ গণ্ডা আঃ ১০৲ খং ৩৮

৩৪১ খাং ডিঃ ঐ দেং অচলাবালা দেবী দিং দাবি ১৯৷৬ মৌজাদি ঐ ১-২৯ শতকের কাত ২৸৶০ আঃ ৫৲ খং ১২৪

৩৪২ খাং ডিঃ ঐ দেং বিদেশী মাল দাবি ৭০৶৬ থানা সাগরদিঘী মৌজে মোরগ্রাম ৪-৫২ শতকের কাত ২১৸৶১২॥ আঃ ৩০৲ খং ৩৫৪

৩৩৯ খাং ডিঃ ঐ দেং আলেকজান বিবি দাবি ২৪৵৩ থানা ঐ মৌজে বুধি ২-০৩ শতকের কাত ৫৷/১৬ আঃ ১০৲ খং ১৬

৩৪৭ খাং ডিঃ ঐ দেং করুণাকান্ত মজুমদার দিং দাবি ২৬৸/০ মৌজাদি ঐ ১-৫০ শতকের কাত ৫॥৵৯ আঃ ১০৲ খং ১৭

৩৫১ খাং ডিঃ ঐ দেং সুধাকৃষ্ণ মণ্ডল দিং দাবি ৩২৶০ থানা ঐ মৌজে কোতলা ১-৭০ শতকের কাত ৮৶০ আঃ ১০৲ খং ১৩৫

আগে নিয়ে দক্ষিণার কড়ি,
ঘর্ষণ করিয়া বড়ি,
দর্শন করান যমালয়।
যে ঔষধ আমবাতে, তাই দেন সন্নিপাতে,
তাই দেন পৃষ্ঠাঘাতে, যকৃত-প্লীহাতে,
ঔষধের দোষে ভুগি, আয়ু থাকতে মরে রোগী,
অপমৃত্যু হাতুড়ের হাতে।

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল আইন

বর্গাদার ও মধ্যস্বত্ববানদের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ

বর্গাদার এবং মধ্যস্বত্ববান জোতদার ও অন্যান্য মালিকদের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অবস্থা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল আইনে মধ্যস্বত্ববান বা অন্যান্য মালিকদিগকে কোনও নূতন অধিকার দেওয়া হয় নাই এবং পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইনে বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। ১৯৫৩ সালের জমিদারী দখল আইনে মধ্যস্বত্ববান ও বর্গাদারদের বর্তমান সম্পর্কের কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটাইয়া মধ্যস্বত্ববানদিগকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি, তাহা বর্গা চাষের অধীন থাকিলেও, খাসদখলে রাখার অনুমতিই শুধু দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে যে জমি বর্গা চাষের অধীন আছে তাহা কোন মালিককে খাসদখলে রাখিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইতেছে তাহা অমূলক। মধ্যস্বত্ববান ও বর্গাদারদের দায়িত্ব ও অধিকার পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই আইন এখনও বলবৎ আছে। এই আইন অনুসারে ভাগচাষ সালিশী পর্ষতের আদেশ ব্যতীত কোন বর্গাদারকে তাহার চাষে যে জমি আছে তাহা হইতে উচ্ছেদ করা যায় না এবং ঐ আইনে উচ্ছেদের যে সকল কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহার কোনটার অস্তিত্ব থাকা সম্বন্ধে পর্ষত নিঃসন্দেহ হইলেই কেবল উচ্ছেদের আদেশ দেওয়া চলে। মধ্যস্বত্ববান, জোতদার ও অন্যান্য মালিককে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, বর্তমানে বর্গাদারদের চাষের অধীন কোন জমি বলপূর্ব্বক, বা ভাগচাষ সালিশী পর্ষতের আদেশ ছাড়া, দখল করার চেষ্টা করিলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

জঙ্গিপুরে হরতাল

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শিক্ষকগণের দাবীর সমর্থনে জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জে পূর্ণ হরতাল পালিত হইয়াছিল। হাটবাজার, দোকানপাট সমস্তই বন্ধ ছিল।

পশ্চিম বঙ্গ সিমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ আইন

কারবারীদের লাইসেন্স পাল্টান

১৯৪৮ সালের পশ্চিম বঙ্গ সিমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে প্রদত্ত কারবারীদের প্রচলিত লাইসেন্সের মেয়াদ ১৯৫৪ সালের ৩১শে মার্চ উত্তীর্ণ হইবে। উহা পাল্টাইয়া লওয়ার জন্য দরখাস্ত ১৯৫৪ সালের ২০শে মার্চ বা তৎপূর্বে পেশ করিতে হইবে।

কলিকাতা ও মফঃস্বলের লাইসেন্সধারীদিগকে পুরাতন লাইসেন্স ও নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে ৫০৲ টাকা ফি সহ নির্দেশিত ফরমে যথাক্রমে কলিকাতা টাউন হলে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য, ত্রাণ ও সংভরণ বিভাগীয় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য (কনজুমার গুডস্) সম্বন্ধীয় অধিকর্ত্তার নিকট এবং স্থানীয় মহকুমা খাদ্য ও ত্রাণ নিয়ামক সমীপে দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে। উল্লিখিত অফিসগুলি হইতে নির্দেশিত ফরম পাওয়া যাইতে পারে।

সাধারণ জ্বালানী কয়লার লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

১৯৪৭ সালের পশ্চিম বঙ্গ সফ্ট কোক (সাধারণ জ্বালানী কয়লা) বণ্টন আদেশ অনুসারে যে সব লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে সেগুলি ১৯৫৪-৫৫ সালের জন্য পাল্টাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে দরখাস্ত পেশ করার মেয়াদ ১৯৫৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জঙ্গিপুর কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সন্ধ্যার পর রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে রঘুনাথগঞ্জ থানা সেকেন্দরা গ্রামের অভিজ্ঞ চাষী শ্রীউমাচরণ কর্মকার মহাশয় জঙ্গিপুর কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রদর্শনীর মধ্যে নির্দিষ্ট সভাস্থলে এক সভার অধিবেশন হয়। মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক শ্রীজিতেশচন্দ্র তালুকদার মহাশয় প্রধান অতিথির ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রদর্শনীর সম্পাদক শ্রীসত্যব্রত সরকার, শ্রীউমাচরণ কর্মকার, প্রধান অতিথি, সভাপতি ও জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন।

প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ১১ই ফেব্রুয়ারী ছামুগ্রাম নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক 'শাজাহান' ১২ই ফেব্রুয়ারী মির্জ্জাপুর কিশোর শিল্পীসঙ্ঘ কর্তৃক 'সাবিত্রী' ১৩ই ফেব্রুয়ারী আজিমগঞ্জ অভিযাত্রী সঙ্ঘ কর্তৃক 'শ্রীচরণেষু' অভিনয় এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী বহরমপুর কলাভারতীর শিল্পীগণ কর্তৃক বিচিত্রানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—রাত্রি দশ ঘটিকায় পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৫ই মার্চ্চ ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৩৪৩ থাং ডিঃ কামেশ্বরনাথ লালা দেং লাহার সেখ দিং দাবি ১৫৮৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে শ্যামপুর ৮৭ শতকের কাত ২৻৭ আঃ ৫৲ খঃ ৬৪

৩৫২ থাং ডিঃ ঐ দেং মেসের সেখ দাবি ১২৫৲ মৌজাদি ঐ ১-০৭ শতকের কাত ৩/৭ মণ চাউল আঃ ৫০৲ খঃ ১৫৯

৩৭০ থাং ডিঃ ঐ দেং লাহার সেখ দাবি ১৩।৶০ মৌজাদি ঐ ২২ শতকের কাত ৷১২ আঃ ৫৲ খঃ ৬৫

২৫৮ থাং ডিঃ সৃষ্টিধর মণ্ডল দিং দেং উমাপদ চৌধুরী দিং দাবি ৪৮৷৷৶০ থানা ফরাক্কা মৌজে আন্ধুয়া ১৮ শতকের কাত ৬৷৷/৬ আঃ ১৫৲ খঃ ৯৯।১০০

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

২৯ থাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং মকবুল সেখ দিং দাবি ১০২৮৶৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লালপুর ১.৮১৫২ জমির কাত ১৩৮৶৫ আঃ ৬০৲

In the 2nd Court of the Munsif at Jangipur.

Execution Case No. 25 of 1953 (Money)

Debendra Narayan Banerjee—D.H.

vs.

Dukari Chandra Singha—J.D.

Claim—Rs. 78/3/9 p.

Take notice that the undermentioned estate and shares of the estate in the District of Murshidabad will be put up for sale at the court premises of the office of the Munsif 2nd Court, Jangipur, (Murshidabad) on the 15th day of March, 1954 at 12 noon. Court's value—Rs. 400/- only.

Description :—

Touzi No.	Name of Mahal Pargana including Khatian & Mouza.	Share to be sold.	Names of the proprietors of the estate.	Areas of the court.
799	Popara Mouza. Khatian 1025. Popara.	-/7/6 separate chhaam as 16 annas.	Dukari Chandra Singha.	

Md. Ramjan Ali
Sheristadar, 2nd Munsif's Court, Jangipur.

Date 28. 1. 54.

কৃত্রিম সার ঋণ—প্রত্যর্পণের সুবিধা

যে সকল কৃষক গত বৎসর কৃত্রিম সার ঋণ লইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ১৯৫৪ সালের ৩১শে জানুয়ারীর ভিতর তাহা তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে নগদে বা শস্যে পরিশোধের সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। যে সব কৃষক ধার্য্য তারিখের মধ্যে ধান দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না তাঁহাদিগকে শস্যে ঋণ পরিশোধের সুবিধা দেওয়া হইবে না ও তাঁহাদিগকে সুদসহ নগদ টাকায় ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। বহু অঞ্চল হইতে যে সব উপরোধ করা হইয়াছে সে সকল বিবেচনা-পূর্বক সরকার এখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন কৃষক ১৯৫৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর ভিতর নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান প্রদান করিলে তাহাতে ঋণ পূর্ণ পরিশোধ হইল বলিয়া ধরা হইবে। যে সকল কৃষক ১৯৫৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর ভিতর ঐ ধান দিতে পারিবেন না তাঁহাদিগকে ঋণ সুদসহ নগদ টাকায় পরিশোধ করিতে হইবে।

অপেরীণ

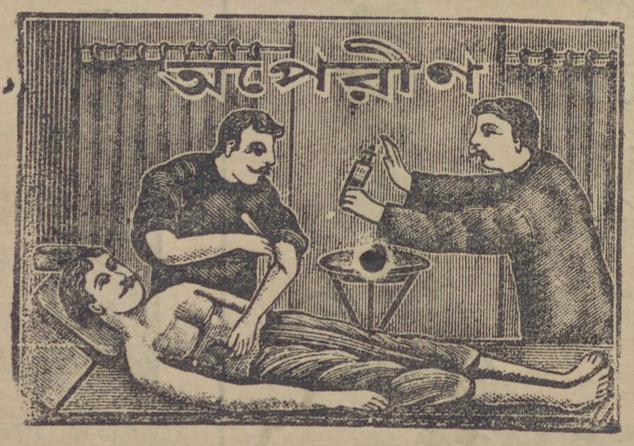

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলকাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর মহকুমার অধীন সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণীগ্রাম মৌজার ২৩৫নং খতিয়ানের লিখিত ৭৷৷০ টাকার জমা এবং রতনপুর মৌজার ১৫৭নং ও ব্রাহ্মণীগ্রাম মৌজার ২৩২নং খতিয়ানের লিখিত ১৫৶৭ পাই জমা যাহা বিমলসিং কুঠারী জমিদার মহাশয়ের অধীনে স্থিতিবান স্বত্বে প্রচলিত আছে উক্ত জমার সম্পত্তি ইংরাজী ১৯৩৭ সাল হইতে মর্গেজ ডিগ্রীমূলে খরিদ করিয়া ও পরে বিভাগ বণ্টননামা মূলে সম্পূর্ণরূপে মালিক হইয়া অদ্যাবধি ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। ৩৭ (ক) ধারা মামলা উপস্থিত হওয়ায় আমরা উক্ত সম্পত্তি বাকী খাজনা করাইয়া ১৯৪৫ সালের ২৩৫নং খাজনা জারী মোকর্দ্দমাতে গত ১৬।৬।৪৫ তারিখে জঙ্গিপুর ২য় মুনসেফী আদালতের প্রকাশ্য নিলামে আমাদের মাতুল শ্রীরঘুনাথ দাস মহাশয়ের বেনামীতে এবং ১৯৪৫ সালের ৬১৩নং খাজনা জারী মোকর্দ্দমাতে গত ২৮।১১।৪৫ তারিখে আমাদের অপর মাতুল শ্রীরাসবিহারী দাস (উভয়ের সাং জিয়াগঞ্জ পিতা ৺শ্রীরাম দাস) মহাশয়ের বেনামীতে নিলাম খরিদ করিয়া উক্ত দুইটী জমার সম্পত্তিতে যথারীতি বয়নামা গ্রহণে আদালত সাহায্যে দখল লইয়া উক্ত সম্পত্তি আমরা মালিক স্বরূপে অদ্যাবধি দখল ভোগ করিয়া আসিতেছি ও করিতেছি। জিয়াগঞ্জ সাকিমের শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীরাসবিহারী দাস মাতুলদ্বয় মহাশয়গণ যথাক্রমে উক্ত সম্পত্তির আমাদের বেনামদার মাত্র হইতেছেন। তাঁহাদের উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব দখল বা অধিকার কখনও ছিল না বা নাই। উক্ত রঘুনাথ দাস ও রাসবিহারী দাস মহাশয়গণের উক্ত সম্পত্ত কোন প্রকারে হস্তান্তর করিবার স্বত্ব বা অধিকার নাই। তাঁহারা উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তান্তর করিলে তন্মূলে হস্তান্তর গৃহীতার উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব অর্জ্জিত হইবে না। তদ্দ্বারা আমরা কোন প্রকারে বাধ্য হইব না। ভবিষ্যত হস্তান্তর গৃহীতাগণকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এই নোটীশ দেওয়া হইল। ইতি ১৯শে জানুয়ারী ১৯৫৪ সাল।

স্বাঃ ১। শ্রীবৈদ্যনাথ দাস ২। শ্রীভোলানাথ দাস
৩। শ্রীশম্ভুনাথ দাস ৪। শ্রীবিশ্বনাথ দাস
সাং জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।